Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	
ডকেট নং-	তাং-
(ক)	পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ)	পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ)	পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ)	পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ)	পরিচালক (জি আই)
(চ)	সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ)	উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক	

“মেহেরপুরের হিমসাগর আম”

GI Journal No. 60

Published on : 27 MAY 2025

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৯০
আবেদনের তারিখ : ১৪-০৭-২০২৪

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"মেহেরপুরের হিমসাগর আম"** যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ **"মেহেরপুরের হিমসাগর আম"**।

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) **আবেদনকারীর নাম ঃ** উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর।

খ) **ঠিকানা ঃ** উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকার ঃ** এক প্রকার তাজা ফল।

ঙ) **স্পেসিফিকেশন ঃ** মেহেরপুর জেলায় উৎপাদিত হিমসাগর আমের বিশেষত্ব হচ্ছে এটি অন্যান্য জেলায় উৎপাদিত হিমসাগর আমের চেয়ে ১০-১৫ দিন আগে পরিপক্ক হয়। ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত কারণে মেহেরপুরের হিমসাগর আম দেশের অন্যান্য এলাকার হিমসাগর আমের তুলনায় ভিন্নস্বাদযুক্ত। এটি অত্যন্ত সুস্বাদু আকর্ষণীয় বর্ণের ও মিষ্টি ঘ্রাণযুক্ত এবং আঁশ বিহীন। শাঁসের রং হলুদাভ কমলা। এসমস্ত কারণে মেহেরপুরের হিমসাগর আম সকলের নিকট জনপ্রিয় ও চাহিদা বেশি। বর্তমানে এ জাতের আম মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

চ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ**

বাংলাদেশে উৎপাদিত আমসমূহের মধ্যে হিমসাগর একটি জনপ্রিয় ও আগাম জাত। বাংলাদেশে মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এ জাতের আম চাষ হয়ে থাকে। তবে স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে মেহেরপুর জেলায় উৎপাদিত হিমসাগর আম অন্যান্য জেলায় উৎপাদিত হিমসাগর আমের তুলনায় উৎকৃষ্ট।

বিভিন্ন জাতের আমের মধ্য হিমসাগর আম উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয়। এটি বাণিজ্যিকভাবে চাষযোগ্য জাত। হিমসাগর আম মে মাসের মধ্যভাগ হতে জুন মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাওয়া যায়। পরিপক্ক ফল গাছ থেকে পাড়ার পর পাকতে ৪ - ৫ দিন সময় লাগে। মুকুল আসা থেকে ফল পরিপক্ক হতে ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে। এ জাতের আমের পুরুষ ও উভলিঙ্গ ফুলের অনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৯১:৯ ভাগ। এই জাত জেলার সর্বত্র চাষ করা যেতে পারে। ফলের খোসা মসৃণ ও শক্ত এবং আঁটি পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ৫ সে. মি., পাশে ৩ সে. মি. ও পুরুত্বে ২.৫ সে. মি. হয়ে থাকে। এ জাতের গাছ ছড়ানো ও বৃহদাকৃতির হয়। গাছের গড় উচ্চতা ১২ থেকে ১৫ মিটার এবং নিয়মিত ফলদানকারী। পাতা চওড়া ও মোটা এবং পাতার বোটা লম্বায় ৩-৭ সে. মি.। পত্রফলক লম্বায় প্রায় ১৫ সে. মি. ও চওড়ায় ৯ সে. মি. কচি পাতার রং সবুজ এবং পাতার প্রান্তভাগ গোলাকার।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ঃ মেহেরপুরের হিমসাগর স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় হওয়ায় এ জাতের আম দেশে ও বিদেশে সমানভাবে সমাদৃত। মেহেরপুরের আম দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপিয়ান দেশগুলোসহ বিভিন্ন দেশে রফতানি হয়ে থাকে। মেহেরপুর জেলায় প্রায় ২৬০০ হে. জমিতে প্রায় ৪৫০০০ মে. টন আম উৎপাদন হয় যার বাণিজ্যিক

মূল্য প্রায় ১০৪ কোটি টাকা। এছাড়া এ আম চাষ ও ব্যবসার সাথে অনেক লোক জড়িত যাদের কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ধরনের উপকার হয়ে থাকে। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করতে মেহেরপুরের হিমসাগর আম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। কারণ কৃষি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মেহেরপুরের হিমসাগর আম অবদান রাখতে পারে। মেহেরপুরের হিমসাগর আম ইতালী, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সসহ মধ্যপ্রাচ্যে রফতানি হয়, যার প্রমাণক হিসেবে উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক রফতানির জন্য প্রদানকৃত প্রত্যয়ন অত্রসাথ সংযুক্ত।

বাণিজ্যের পরিমাণ ঃ দেশে ও বিদেশে প্রায় ৪৫০০০ মে. টন হিমসাগর আম মেহেরপুর জেলা থেকে প্রতি বছর সরবরাহ ও রফতানি করা হয়। ২৫ মে ২০২৩ 'দৈনিক বার্তা' পত্রিকায় মেহেরপুর জেলা থেকে ১০৪ কোটি টাকার হিমসাগর আম কেনা-বেচার সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। যার লিংক প্রমাণক হিসেবে সংযুক্ত করা হলো।

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ ঃ

ফলের রাজা আম আর আমের রাজা হচ্ছে হিমসাগর। বিভিন্ন জাতের আমের মধ্যে হিমসাগর আম সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সমাদৃত। অবিভক্ত বাংলার নদীয়া (বর্তমানে মেহেরপুর) জেলার তৎকালীন জমিদার কেদারনাথ রায় ১৮৩৭ সালে বৈদ্যনাথতলায় (বর্তমান মুজিবনগরে) বিভিন্ন জাতের ২৭০০ (দুই হাজার সাত শত) টি আম গাছ সমন্বয়ে ১০০ (একশত) একর জমির উপর আম বাগান গড়ে তোলেন যা ঐতিহাসিক "মুজিবনগর আম্রকানন" নামে পরিচিত। ইতিহাস থেকে জানা যায় মেহেরপুর জেলায় প্রাচীনকাল থেকেই হিমসাগর জাতের আম চাষ হতো। মেহেরপুরের ইতিহাস রচিয়তা লেখক সৈয়দ আমিনুল ইসলাম এর বই ২২৭ নং পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মেহেরপুরে ব্যাপকভাবে আম বাগানের সৃষ্টি হয়। বৃটিশ শাসনমালে রমনী মোহন বাগচী ও জোগিন্দ মোহন খোসসহ কতিপয় জমিদার মেহেরপুর জেলায় হিমসাগর আম গাছ নিয়ে আসেন এবং তখন থেকে মেহেরপুর জেলার হিমসাগর আমের চাষ শুরু। ২০০৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ১৫তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক আম উৎসবে হিমসাগর জাতের আম প্রদর্শিত হয়।

বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলায় এর ব্যাপক চাষ হয়। এই আম স্বাদে গুনে উৎকৃষ্ট। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ জাতের আমগুলো বিভিন্ন জেলার বাজারে উঠতে শুরু করে। অন্য জেলা থেকে আম আসার আগেই ব্যাপক ভাবে বাজারে আসতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে গোটা দেশের আমের বাজার দখল করে নেয়। মেহেরপুর জেলার মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং উৎকর্ষতার ভিত্তিই হচ্ছে হিমসাগর আমের ভাল উৎপাদন। মেহেরপুর জেলাতেও হিমসাগর আমের ফলন ভাল।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

মেহেরপুর জেলায় ৩টি উপজেলা রয়েছে এবং তিনটি উপজেলাতেই হিমসাগর জাতের আম চাষ হয়ে থাকে। তবে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলায় আবাদ বেশী হয়। বৃটিশ শাসনামলে জমিদারী প্রথা চালু হবার পর থেকে মেহেরপুরের অধিকাংশ ভূমির মালিক হন এই অঞ্চলের প্রভাবশালী কয়েকজন জমিদার। তাদের প্রচেষ্টায় ১৮ শতক থেকে ১৯ শতকের প্রথম পর্যন্ত এই এলাকায় বড় বড় আমবাগান সৃষ্টি হয়। উনিশ শতক পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় প্রায় ৬৬২ হেক্টরের বেশি জমিতে আম বাগান ছিল। তখন থেকে মেহেরপুরে হিমসাগর আম চাষ হয়ে আসছে। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন জাতের প্রায় ২৬০০ (দুই হাজার ছয়শত) হেক্টর আম বাগান আছে।

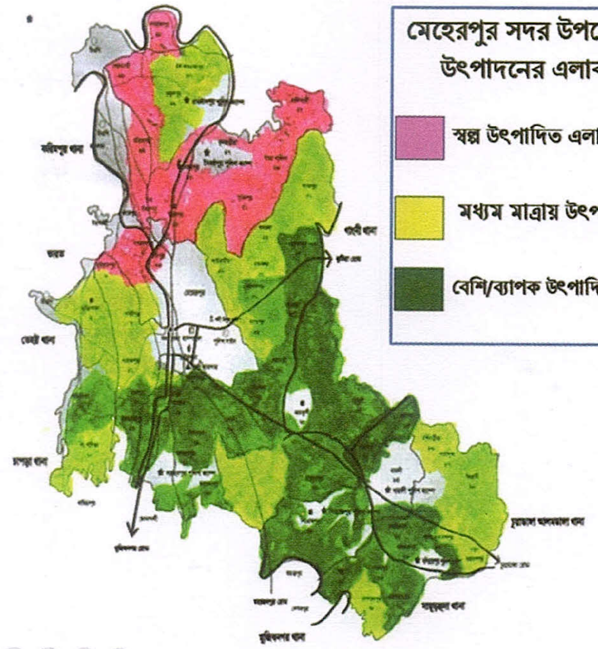

মেহেরপুর সদর উপজেলায় হিমসাগর আম উৎপাদনের এলাকাভিত্তিক মানচিত্র

- স্বল্প উৎপাদিত এলাকা।
- মধ্যম মাত্রায় উৎপাদিত এলাকা।
- বেশি/ব্যাপক উৎপাদিত এলাকা।

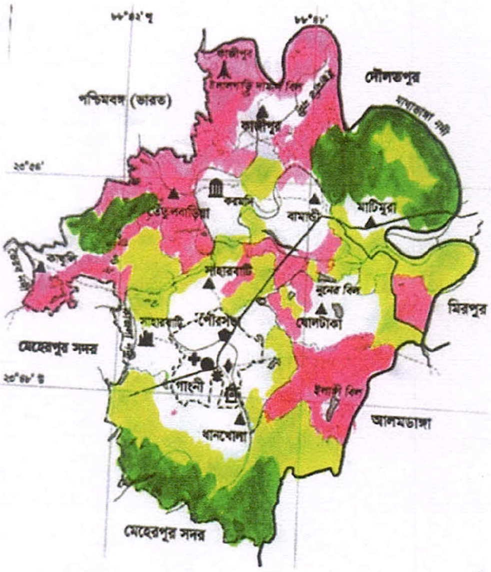

গাংনী উপজেলায় হিমসাগর আম উৎপাদনের এলাকাভিত্তিক মানচিত্র

- স্বল্প উৎপাদিত এলাকা।
- মধ্যম মাত্রায় উৎপাদিত এলাকা।
- বেশি/ব্যাপক উৎপাদিত এলাকা।

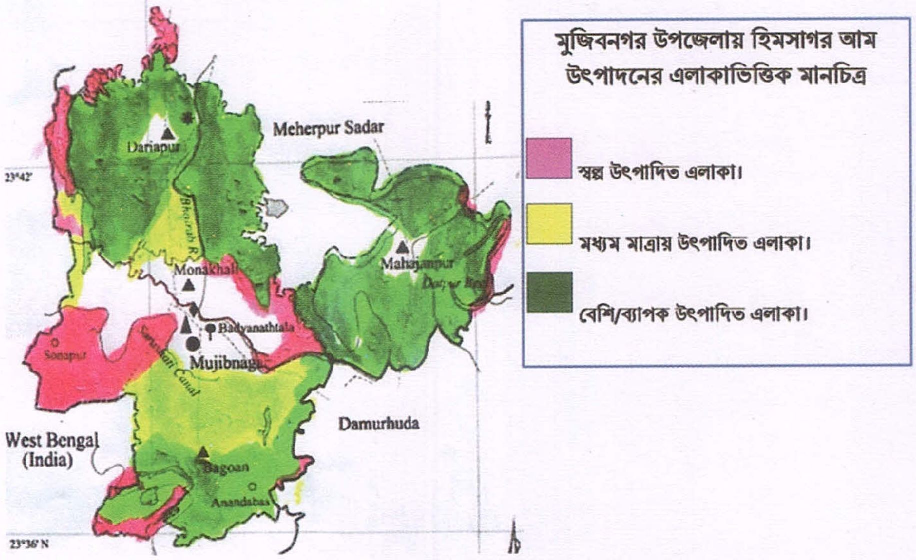

চিত্র ঃ মেহেরপুরের হিমসাগর আমের উৎপাদন এলাকা মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলের একটি দেশ। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০০-২০০০ মিলিমিটার ও গড় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস্। বাংলাদেশের আবহাওয়া আম উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী ।

জমি নির্বাচন ঃ বৃষ্টি বা বর্ষার পানি জমে না এমন উঁচু ও সমতল জমি আম বাগান তৈরীর জন্য উপযুক্ত।

জমি তৈরী ঃ আগাছা ও অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার করে আড়াআড়িভাবে ৪/৫ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালভাবে তৈরি করে নিতে হবে।

চারা নির্বাচন ঃ সুস্থ, সবল, সোজা, রোগবালাই মুক্ত এবং ২/৩টি সতেজ শাখাযুক্ত দুই বছর বয়সী চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ঃ সাধারণতঃ আয়তাকার বা বর্গাকার বা ষড়ভুজী পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

গর্ত তৈরী, গর্তে সার প্রয়োগ ও গর্ত ভরাট ঃ চারা রোপণের আগে ১ মি.×১ মি.×১ মিটার আকারের গর্ত করে গর্তের উপরের অর্ধেক মাটি এক পাশে এবং নিচের অর্ধেক মাটি অপর পাশে রাখতে হবে। গর্ত করার পর ১০-১৫ দিন গর্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। গর্ত ভর্তি করার সময় ওপরের মাটির সাথে ২০-৩০ কেজি পচা গোবর সার, ৪৫০-৫৫০ গ্রাম টিএসপি, ২০০-৩০০ গ্রাম এমওপি, ২০০-২৩০ গ্রাম জিপসাম ও ৪০-৬০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট ভালভাবে মিশিয়ে, মিশ্রিত মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

চারা রোপণের সময় ঃ বর্ষাকাল চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা থাকলে সারা বছরই চারা রোপণ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টি বা শীতের সময় চারা রোপণ না করা ভাল ।

চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা ঃ গর্ত ভরাটের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারাটি সোজাভাবে লাগাতে হবে। রোপণের পরে গাছে সেচ দিতে হবে এবং গাছটি একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেধে দিতে হবে। রোপণের পর পশু-পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য চারার চার পাশে বেড়া দিতে হবে।

গাছের সুন্দর অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য চারার বয়স ২-৩ বছর পর্যন্ত গোড়া থেকে পার্শ্বে গজানো ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। রোপণের পর প্রথম তিন বছর গাছের মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছের দৈহিক বিকৃতি দেখা দিলে তা অপসারণ করতে হবে।

পাতাকাটা উইভিল কচিপাতা কেটে ফেললে সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মি.লি. হারে মিশিয়ে নতুন গজানো পাতায় স্প্রে করতে হবে। গাছটির বয়স ৪ বছর হলে ফল ধরার উপযোগী হবে।

ফলন্ত গাছে পরগাছা, শুকনো ডাল, রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে। গাছে অনুমোদিত মাত্রার সার প্রয়োগ করতে হবে। বয়স ভেদে নির্ধারিত সম্পূর্ণ পরিমাণ পচা গোবর,টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড ও অর্ধেক ইউরিয়া এবং অর্ধেক এমওপি সার সেপ্টেম্বর মাসের শেষার্ধে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন ফল মটর দানার মতো হয় তখন এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার ফল সংগ্রহের ১ মাস পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলায় এর ব্যাপক চাষ হয়। এই আম স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। অন্যান্য জেলার হিমসাগর আম পরিপক্ক হয়ে বাজারে আসার আগেই মেহেরপুর জেলার হিমসাগর আম বাজারে চলে আসে এবং আস্তে আস্তে গোটা দেশের আমের বাজার দখল করে নেয়। মেহেরপুর জেলার মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং উৎকর্ষতার ভিত্তি হচ্ছে হিমসাগর আমের ভাল উৎপাদন। এ জেলায় হিমসাগর আমের ফলন ভাল। এ আমের শাঁস হলুদাভ কমলা রঙ্গের এবং কোন আঁশ নেই। প্রিমিয়াম আকার, আকর্ষণীয় বর্ণ, অতুলনীয় স্বাদ ও গন্ধ এবং সুমিষ্ট হওয়ায় সব শ্রেণি-পেশা-বয়সী মানুষ এটি পছন্দ করে এবং এটির চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশী।

আমের ফলন আবহাওয়া, মাটির উর্বরতা, গাছের বয়স ও যত্নের উপর নির্ভর করে। আবহাওয়া ও মাটির বৈশিষ্ট্য আমের গুণগত মানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। পুষ্পায়ন ও ফলধারণের সময় শুষ্ক ও ঠান্ডা আবহাওয়া এবং ফল বর্ধন ও পরিপক্কতার জন্য শুষ্ক ও গরম (২৮-৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা) আবহাওয়া দরকার, যা মেহেরপুর এলাকায় বিদ্যমান। এদেশের অন্য জেলাগুলোতে আম উৎপাদন হলেও মাটি ও আবহাওয়ার পার্থক্যের কারণে মেহেরপুরে উৎপাদিত হিমসাগর আমের গুণগতমান অন্যান্য জেলায় উৎপাদিত আম হতে উৎকৃষ্ট।

ট) ব্যবহারকাল ঃ

বৃটিশ শাসনামলে এলাকার অধিকাংশ জমির মালিক হন কয়েকজন জমিদার তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জমিদার কেদারনাথ রায়, জমিদার রমনী মোহন বাগচী ও জমিদার জোগিন্দ মোহন খোস। ধারণা করা হয় তাদের প্রচেষ্টায় ১৮ শতক থেকে ১৯ শতকের প্রথমার্ধে এই হিমসাগর আম চাষ শুরু হয়। মেহেরপুর ইতিহাস লেখক সৈয়দ আমিনুল ইসলাম এর বইতে ২২৭ নং পৃষ্ঠাতে মেহেরপুরের হিমসাগর আমের উল্লেখ আছে এবং সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক ও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের উল্লেখ আছে। মেহেরপুরের আম চাষ নিয়ে তৎকালীন জমিদার কেদারনাথ সম্পর্কে একটি মুখরোচক গল্পও প্রচলিত আছে। জমিদার কেদারনাথ মহাশয়ের স্ত্রী আমের আচার পছন্দ করতেন। তার স্ত্রীর এই শখ/পছন্দের আবদার হিসেবে তিনি মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা বর্তমান মুজিবনগরে ১০০ একর জমির উপর হিমসাগর আমসহ প্রায় ২৭০০ টি আম গাছ রোপণ করেন। যাহা আজও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠ) ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি ঃ

চিত্র -১ : মেহেরপুরের হিমসাগর আমের চারার (কলম)

চিত্র -২ : মুকুল ধরা অবস্থায় মেহেরপুরের হিমসাগর আমের গাছ

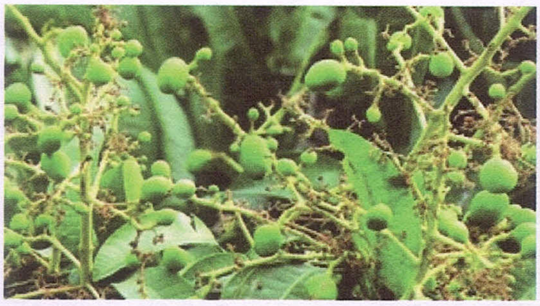

চিত্র-৩ : গাছে মুকুল পরবর্তী গুটি বা মার্বেল সাইজের মেহেরপুরের হিমসাগর আম

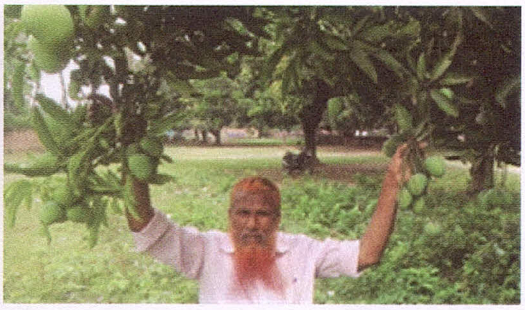

চিত্র-৪ : গুটি বা মার্বেল সাইজের পর বাড়ন্ত অবস্থায় মেহেরপুরের হিমসাগর আম

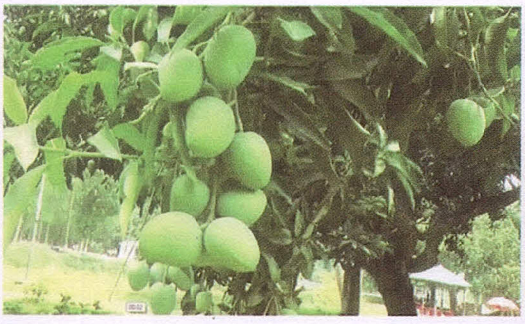

চিত্র-৫ : গাছে পরিপক্ক হওয়ার আগে থোকায় থোকায় মেহেরপুরের হিমসাগর আম

চিত্র-৬ : পরিপক্ক হওয়ার পর্যায়ে গাছে ঝুলছে মেহেরপুরের হিমসাগর আম

চিত্র-৭ : গাছ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে মেহেরপুরের পরিপক্ক হিমসাগর আম

চিত্র-৮ : গাছ থেকে সংগ্রহ করে ধৌত করা হিমসাগর আম

চিত্র-৯ : বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে প্যাকেজিং করা হচ্ছে মেহেরপুরের হিমসাগর আম

চিত্র-১০ : বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত মেহেরপুরের হিমসাগর আম

চিত্র-১১ : দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও মার্কেটে চলে যাচ্ছে মেহেরপুরের হিমসাগর আম

চিত্র-১২ : রপ্তানির উদ্দেশ্যে ব্যাগিং করা মেহেরপুরের হিমসাগর আম

চিত্র-১৩ : গাছপাকা মেহেরপুরের হিমসাগর আম

চিত্র-১৪ : পাকা অবস্থায় মেহেরপুরের হিমসাগর আম

চিত্র-১৫ : পাকা, রসালো ও লোভনীয় স্বাদের মেহেরপুরের হিমসাগর আম

চিত্র-১৬ : পাকা, রসালো ও লোভনীয় স্বাদের মেহেরপুরের হিমসাগর আম

ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

(ক) উৎপাদন পর্যায় : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর।

(খ) ভোক্তা পর্যায় : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর।

(গ) রফতানির ক্ষেত্রে : কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ, শ্যামপুর, ঢাকা। পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

ঢ) তথ্যসূত্র ঃ

১. হিমের সাগর । এই আমার বাংলাদেশ । Documentary | Nexus Television
https://www.youtube.com/watch?v=NMdags2hH0E

২. মেহেরপুরের সুস্বাদের হিমসাগর সংগ্রহ শুরু, ১০৪ কোটি টাকার আম বিক্রির আশা
https://barta24.com/details/national/178890/himsagar-collection-of-delicious-himsagar-begins

৩. মেহেরপুরের হিমসাগর আম এবারো ইউরোপে যাবে
https://mzamin.com/news.php?news=56394

৪. খ্যাতি ছড়াচ্ছে মেহেরপুরের হিমসাগর, রপ্তানির সম্ভাবনা
https://www.dhakapost.com/country/193302

৫. মেহেরপুরের সুস্বাদের হিমসাগর সংগ্রহ শুরু
https://dailydeshtottoh.com/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%AE/

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-খ-৫৬১/২৪-২৫/শিল্প-১৮-০৩-২০২৫-১২০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.